কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১২ মে, ২০১৮ ২২:১০

রাজবাড়ী

ছাত্রদের পকেট কেটে কোটি টাকার বাণিজ্য

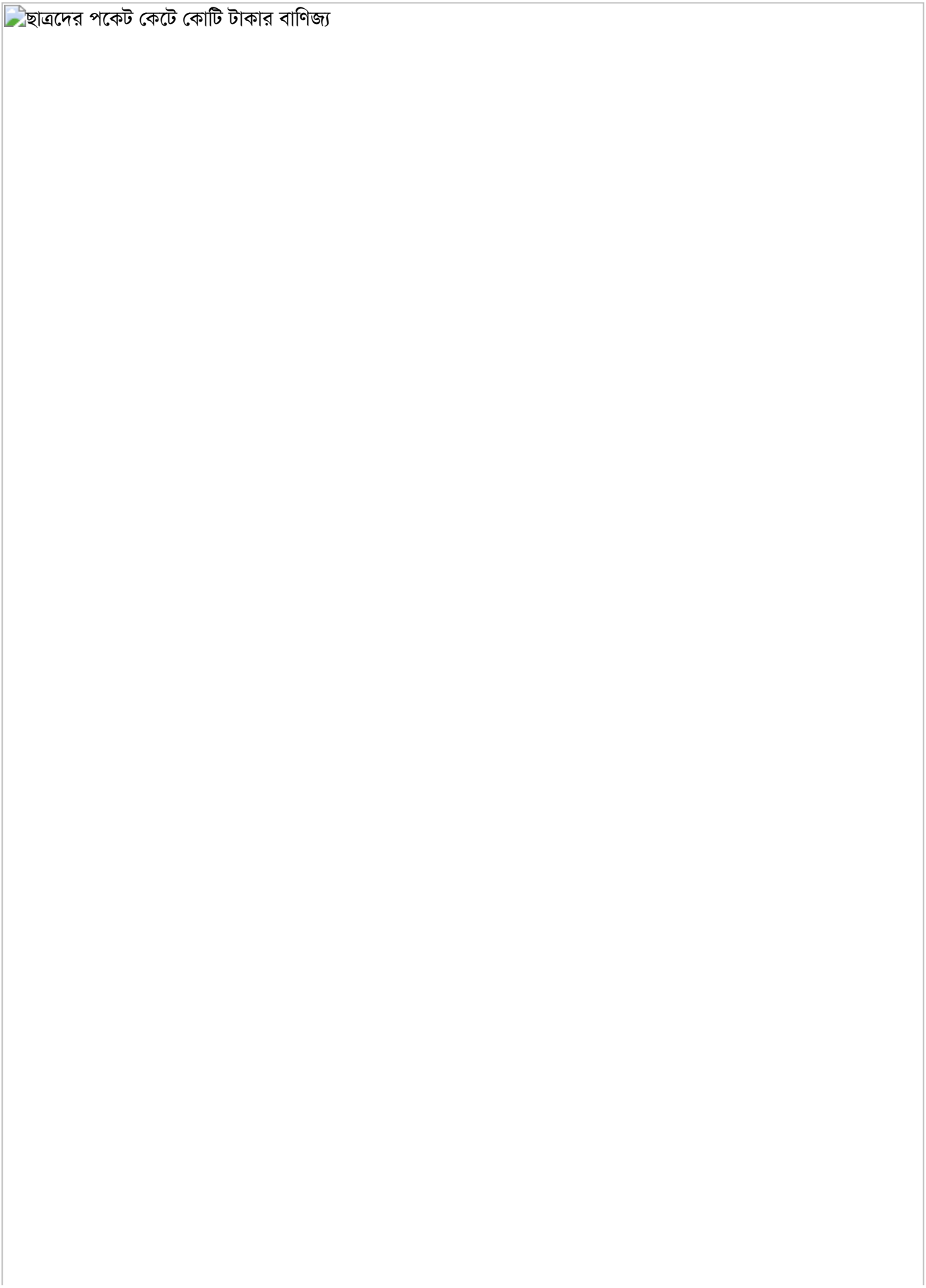
ছাত্রদের পকেট কেটে কোটি টাকার বাণিজ্য

সরকারি নির্দেশনা না মেনে বোর্ডের সরবরাহ করা বই দূরে ঠেলে রাজবাড়ীতে শিক্ষার্থীদের পকেট কেটে কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন শিক্ষকরা। শিক্ষক সমিতির নেতারা বলছেন, এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটা পদ্ধতি। তাঁরা এ পদ্ধতি অনুসরণ করে আয় হওয়া টাকা শিক্ষকদের কল্যাণেই ব্যয় করছেন।

দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ঝরে পড়া রোধ করতে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা মূল্যে বই সরবরাহ করছে সরকার। সরকারের এই অর্জনকে ম্লান করতে কথিত শিক্ষক সমিতিগুলো উঠেপড়ে লেগেছে। তারা বোর্ডের সরবরাহ করা ওই সব বইয়ের মধ্যে ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণকে অনৈতিক আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ওই বই দুটি পড়তে বাধাও দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'বোর্ডের ইংরেজি ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ পড়ার কোনো দরকার নেই। বিদ্যালয় থেকে বলে দেওয়া কম্পানির বই কিনে নিয়ে স্কুলে আসতে হবে।' সেই সঙ্গে সুকৌশলে অভিভাবকদের বলা হচ্ছে, 'তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী বাইরের বইগুলো না কিনলে, শিক্ষাগ্রহণে পিছিয়ে পড়বে সন্তানরা।' রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলা শহরের রিকশাচালক লালন মিয়ার দুই ছেলে। একজন সপ্তম শ্রেণিতে ও অন্যজন নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। সারা দিনের রোজগার দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের মুখের আহার জোগাড় করতেই তিনি হিমসিম খান। এর মধ্যে আবার ঝড়ে তাঁর রান্নাঘরটিও ভেঙে গেছে। ওই রিকশাচালক অভিভাবক বলেন, 'কয়েক দিন ধরে ছেলেরা ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ কিনে দিতে মাথা খারাপ করে ফেলছে। তাদের স্কুল থেকে নাকি বলা হয়েছে, পুথিনিলয় কম্পানির ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ কিনতে। তাই অনেক কষ্ট করে এক হাজার টাকা জোগাড় করে দোকানে গেলাম বই কিনতে। সেখানে গিয়ে দেখি সপ্তম শ্রেণির ওই বই দুটি সাড়ে ৭০০ টাকা এবং নবম শ্রেণির বই দুটি সাড়ে ১১০০ টাকা। তাই বই না কিনেই আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।' রাজবাড়ী সদর উপজেলার আলীপুর গ্রামের জেলে প্রকাশ হালদার বলেন, 'সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করছে কী কারণে? ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে দেওয়া ওই বই ঘরে তুলে রেখেছে। এখন বলছে, স্কুল থেকে দেওয়া পপি লাইব্রেরির ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ কিনতে। কোনো উপায় নেই। মাস্টারদের নির্দেশনা মতো ধার দেনা করে ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ কিনে দিতে হয়েছে।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার পাংশা ও কালুখালী উপজেলায় এমপিওভুক্ত ৫৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে গড়ে সাড়ে ৩০০ জন করে শিক্ষার্থী রয়েছে। সে হিসাবে ৫৭টি বিদ্যালয়ে ১৯ হাজার ৯৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ওই সব বিদ্যালয়ে এবার বোর্ড বই বাদ দিয়ে ঢাকার পুথিনিলয় কম্পানির ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ পাঠ্য করা হয়েছে। ওই কম্পানির ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণের দাম সাড়ে ৬০০ টাকা, সপ্তম শ্রেণির সাড়ে ৭০০, অষ্টম শ্রেণির এক হাজার এবং নবম শ্রেণির সাড়ে ১১০০ টাকা দরে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বিক্রি করা হচ্ছে। এই চার শ্রেণির বইয়ের দাম গড়ে ৮০০ টাকা করে ধরা হলে ১৯ হাজার ৯৫০ জন শিক্ষার্থীর কাছে তারা প্রায় ১৬ কোটি টাকা মূল্যের বই বিক্রি করছে। আর ওই বই বিক্রির জন্য কম্পানিটি সুকৌশলে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে ৫০ লাখ টাকায় চুক্তি করেছে পাংশা-কালুখালী উপজেলা শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্টের সঙ্গে। এরই মধ্যে ওই টাকা নেতাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজবাড়ী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি গাজী আহসান হাবিব ওই টাকা গ্রহণের কথা অস্বীকার করে বলেন, 'শিক্ষকদের উন্নয়নে আমরা কাজ করছি। বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মারা গেলে বা অবসরে গেলে তাঁরা কিছুই পান না। যে কারণে শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়মিত বেতন অনুযায়ী চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে সমিতির নামে ৫০ লাখ টাকা এফবিআর করা রয়েছে।' এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান জানান, সরকারিভাবে বোর্ড কর্তৃক যে বইগুলো শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয় তা-ই যথেষ্ট। ওই সব বই থেকে জেএসসি এবং এসএসসির প্রশ্নপত্র করা হয়। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে 'বোর্ড বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়ানো যাবে না।' আর গোপনে অন্য কোনো ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ পড়ানো হচ্ছে কি না তা তিনি জানেন না। তবে মাঝেমধ্যে তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে সেখানে বোর্ড বইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই দেখতে পেলে তিনি শিক্ষকদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেন বলে জানান তিনি। রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক মো. শওকত আলী জানান, এটা সারা বাংলাদেশের চিত্র। আর্থিক সুবিধা নিয়ে গোপন চুক্তির মাধ্যমে নিজ নিজ বিদ্যালয় অথবা শিক্ষকদের সংগঠনগুলো বোর্ড বইয়ের বাইরে বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেতাদের তৈরি করা ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ পাঠদান করাচ্ছেন। তবে এ বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ না থাকায় তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। লিখিত অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com